ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

BAWIN Bangladesh Water Integrity Network
Promoting integrity in the water sector

বিশ্ব পানি দিবস ২০১৪

বাংলাদেশের পানি সম্পদ রক্ষায় সততা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত কর

টিআইবি'র অবস্থানপত্র ও ৬ দফা সুপারিশ

পানি মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষার অন্যতম মৌলিক উপাদান। ২০০২ সালে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সাধারণ সভায় পানির অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'পানিতে মানবাধিকার সকলকে তাদের ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালী কাজে যথেষ্ট পরিমাণে, নিরাপদ, গ্রহণযোগ্য, সহজপ্রাপ্য এবং সক্ষমতার সঙ্গে পানি ব্যবহার করার অধিকার প্রদান করে'।[i] জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পানির ব্যবহার ও চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সাগরের লবণাক্ত পানি মূল ভূখন্ডে প্রবেশের ফলে পৃথিবীর উপকূলীয় এলাকার একটি বিরাট অংশে মিঠা পানির অভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। সবকিছু বিবেচনায় রেখে ২০১০ সালে জাতিসংঘ পানির অধিকার ও নিরাপদ ব্যবহার মানবাধিকার হিসাবে ঘোষণা করে।

১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯৩ সাল থেকে ২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস পালিত হয়ে আসছে। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিশ্বের জনসংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণ, বর্তমানে জনপ্রতি গড়ে দৈনিক ২-৪ লিটার পানি পান করতে হয়, কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পানি দূষণ, এর কার্যকর ব্যবস্থাপনার অভাব ও পানির দুষ্প্রাপ্যতার ফলে কাঙ্খিত কৃষি উৎপাদন হচ্ছে না। এশিয়ার ৪৯টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পানি নিরাপত্তা ঝুঁকিতে অবস্থানকারী ৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম (এশিয়ান ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট আউটলুক ২০১৩ প্রতিবেদন)। তাই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সততা, জবাবদিহিতা, নাগরিক অংশগ্রহণ ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা জরুরি।

পানির প্রাপ্যতা এবং বিদ্যমান বৈষম্য

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে পানি ও স্যানিটেশন খাতে মোট বরাদ্দের ৮৩ শতাংশ শহরের এবং ১৭ শতাংশ গ্রামাঞ্চলের জন্য রাখা হয়েছে যা বৈষম্যমূলক (এনজিও ফোরাম, ২০১৩)। তাছাড়াও, বাংলাদেশে প্রায় ৫০ লক্ষ শিশু শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের সুবিধা নেই (এনজিও ফোরাম, ২০১৩)। ঢাকায় প্রতি ১০০০ লিটার পানি ব্যবহারে যেখানে সংযোগ প্রাপ্ত গ্রাহককে ৭.৩০ টাকা প্রদান করতে হয় সেখানে একটি বস্তিবাসী পরিবারকে প্রায় ১০০ টাকা প্রদান করতে হয় (এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ, ২০১৩)। পানি সম্পদ খাত সংক্রান্ত গ্লোবাল করাপশান রিপোর্ট ২০০৮ মতে, পানি খাতে দুর্নীতির ফলে একটি পরিবারকে পানি সংযোগ পেতে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়। শিল্প খাতে বিশেষ করে বাংলাদেশের অধিকাংশ তৈরি পোশাক কারখানায় জরুরি অগ্নি নির্বাপণের জন্য জলাধার না থাকা, সঠিক নিয়মে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত না করা, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের সমস্যা থাকা, নারীদের জন্য পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা না থাকা, কারখানা প্রতিষ্ঠায় পানির সংযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়ম বহির্ভূত টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে মানুষ কাজের আশায় ঢাকাসহ প্রধান শহরগুলোতে এসে ভাসমান বিভিন্ন বস্তিতে আশ্রয় নিচ্ছে, যারা বিশুদ্ধ পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধা হতে বঞ্চিত। জনসংখ্যার চাপ, শিল্পায়নে প্রবৃদ্ধি এবং দূষণের নতুন নতুন উৎস সৃষ্টির সাথে সাথে বিশুদ্ধ পানির চাহিদাও সমহারে বাড়ছে।

অবাধে পানির উৎসসমূহের দূষণ- ঢাকার চিত্র

ঢাকার চারপাশ ঘিরে আছে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষা, বালু ও বংশী নদী। এছাড়া ঢাকা শহরের ভিতর দিয়ে বেগুনবাড়ি, সেগুনবাগিচা, আরামবাগ, ধোলাইখাল, কল্যাণপুর ও মহাখালী খাল সহ অসংখ্য খাল শহরের প্রাকৃতিক জলাধার ছিল। তাই আবহমান কাল থেকে বুড়িগঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করেই অধিকাংশ মালামাল ও যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ ছাড়াও শহরের পানি নিষ্কাশনের অন্যতম মাধ্যমও ছিল এই খাল ও নদীগুলো। এর মধ্যে অনেক খাল ইতোমধ্যে দখল ও ভরাটের কারণে হারিয়ে গেছে। আর বুড়িগঙ্গা সহ অন্যান্য নদীকে কেন্দ্র করে চলছে দখল ও দূষণ উৎসব। কারখানা ও ট্যানারির বর্জ্য, পলিথিন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের অপরিকল্পিত বাধ ও স্লুইজগেট, ইটভাটা নির্মাণের কারণে নদীগুলো দূষিত হচ্ছে ও নাব্যতা হারাচ্ছে। উল্লেখ্য শুধুমাত্র হাজারীবাগ ট্যানারি থেকে প্রতিদিন ২২ হাজার ঘন মিটার তরল বর্জ্য এবং ১০ মেট্রিক টন কঠিন বর্জ্য আশেপাশের নদী ও খালগুলোতে প্রবাহিত হয় যা নদীকে প্রতিনিয়ত দূষিত করছে। এছাড়াও শিল্প কারখানায় আইন অনুসারে

ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট না থাকার কারণে অপরিশোধিত বর্জ্য প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জলাধার ও নদীগুলোতে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে যা পরিবেশ দূষণ করছে।[ii] এছাড়াও নদী দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলকারখানার মালিক এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। ঢাকার এই চিত্র থেকে এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, দেশের অন্যান্য নদী ও পানির উৎসসমূহ এ ধরনের দূষণ ও দখলের শিকার।

নির্বিচারে নদী ও জলাশয় দখল

২০০০ সালের পরিবেশ ৩৬ নং আইন অনুসারে প্রাকৃতিক জলাধার বা মিষ্টি পানির প্রধান উৎস সংরক্ষনে আইনী বাধ্যতা থাকলেও ভূমিদস্যু কর্তৃক নির্বিচারে বাংলাদেশের নদী ও জলাশয়গুলো দখলের ফলে ছোট বড় ২৩০টি নদীর ১৭৫টি মৃত প্রায় এবং প্রতি বছরই দু' একটি করে নদী মরে অথবা শুকিয়ে যাচ্ছে (বিআইডব্লিউটিএ)- প্রায় ১২'শ অবৈধ দখলদার চিহ্নিত করেছে যারা ৬টি নদীর (বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, কর্ণফুলী, ডাকাতিয়া, বেতনা এবং সুরমা) প্রায় ৮'শ একর জায়গা দখল করেছে। ঢাকার আশেপাশের নদী রক্ষার সমস্যার মধ্যে অন্যতম হল নদীর সীমানা পিলার নির্ধারণে দুর্নীতি, নদীর তীর দখল ও অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ। ক্ষমতাসীন দলের এমপি ও প্রভাবশালী নেতাদের সহায়তায় শীতলক্ষ্যা নদী দখলের বিষয়টিও জনসম্মুখে এসেছে। সরকারি দলের নেতা কর্মীদের ব্যবসার জন্য নদীর তীরে বালুর স্তুপ করে সেখানে ব্যবসা করা, রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের ছত্রছায়ায় নদীর তীর দখল ও বালুর ব্যবসা করা, ক্ষমতাসীন রাজনীতির সাথে জড়িত দখলদাররা এবং উচ্ছেদ করতে গেলে সরকারি কর্মকর্তাদের মারধরের মতো ঘটনা ঘটছে। এমনকি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি (ডিপিডিসি) এর ন্যায় সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনের ছত্রছায়ায় সরকারি দলের লোকজন রাজধানী ঢাকার আশেপাশে হাজারীবাগ, বালুঘাট, শহীদনগর, কামরাঙ্গীরচর, রসুলপুরসহ অনেক স্থানে বুড়িগঙ্গা নদীর অনেকাংশ অবৈধভাবে দখল করে সেখানে দোতলা, তিনতলা পাকা স্থাপনা করছে। নদী দখল করে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তা কাজে আসেনি কারণ নদী দখলের সাথে কতিপয় রাজনীতিক সহ ক্ষমতাশালীরা জড়িত। "বাংলাদেশ নদী পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ২০১৩" মতে, নদী দখল এবং দূষণের সাথে জড়িতরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় প্রভাবশালী, রাজনৈতিক নেতা কর্মী, জনপ্রতিনিধি বা তাদের স্বজন, শিল্প মালিক, ব্যবসায়ী, ক্ষমতাধর ব্যক্তি, সরকারি বা বেসরকারি দপ্তর। সর্বশেষ, হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বুড়িগঙ্গা দখল করে ওরিয়ন গ্রুপ কর্তৃক ১০২ মে.ও. ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে হাইকোর্ট গত ৫ মার্চ ২০১৪ স্থিতাবস্থা জারি করেছে। তাই, বাংলাদেশের পানি সম্পদ রক্ষা ও টেকসই ব্যবহারের ক্ষেত্রে সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে টিআইবি নিম্মোক্ত সুপারিশমালা উপস্থাপন করছে:

- পানির সুষম ও ন্যায্য বন্টন, পানি সম্পদ রক্ষা এবং এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে জাতীয় পানি নীতির (১৯৯৯) দ্রুত বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট সময়-ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা;
- ক্ষমতাবান ব্যক্তি, ব্যবসায়ী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, বালু ও ধলেশ্বরী নদীর বেআইনী দূষণ ও দখল বন্ধে দোষীদের চিহ্নিত করে বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা;
- হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, বালু ও ধলেশ্বরী নদীর ভেতরে ওয়াকওয়ে ও সীমানা খুঁটি বসানো বন্ধ করে স্থায়ীভাবে নদীর প্রকৃত সীমা নির্ধারণ;
- শিল্প কারখানায় নারী ও শিশু শ্রমিক সহ সকলের নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;
- দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এক্ষেত্রে নতুন ধারণা এবং উদ্ভাবনকে প্রণোদনা প্রদান;
- শিল্পবর্জ্য নির্গমনের বিধিমালার কঠোর প্রয়োগ এবং পানি দূষণকারীর কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান হারে জরিমানা আদায় (Polluter-pays principle) নিশ্চিত করা।

ঢাকা সহ অন্যান্য বিভাগীয় শহর সংলগ্ন নদীগুলোকে দূষণ এবং দখলের হাত হতে রক্ষার বিকল্প নেই। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পানি অধিকার ও পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দেশের প্রতিটি মানুষের ন্যায্য দাবি। সর্বোপরি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর দূষণ বন্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং দখল হতে নদীগুলো উদ্ধারে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

---

[i] জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্ত: সাধারণ মন্তব্য নং ১৫, ২০০২

[ii] http://www.jugantor.com/protimoncho/2013/10/29/37958